সংবাদ

085

তারিখ ৪/২/৮০
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

473

থানায় এস, এস, সি পরীক্ষা কেন্দ্র

আগামী মার্চ মাসে অনুষ্ঠিতব্য এস, এস, সি পরীক্ষা গ্রহণের জন্য কুমিল্লা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত কেন্দ্র তালিকা সম্বলিত বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায়, থানা কেন্দ্রে শুধু এক একটি করে পরীক্ষা কেন্দ্রের ব্যবস্থা রয়েছে এবং কোন কোন থানায় একেবারেও নেই। সম্ভবতঃ শিক্ষা সম্পর্কে সরকারী নীতির ফলেই এ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। শিক্ষা যেহেতু মুখ্যতঃ শিক্ষকের কর্মকাণ্ড; সেহেতু এ পরিস্থিতিজনিত সমস্যা সম্পর্কে আমাদের উদ্বেগ ও সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছি।

১। নিরক্ষরতা দূরীকরণ তথা গণশিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সরকার শিক্ষা সম্প্রসারণের নীতি গ্রহণ করেছেন বলে মনে হয়। সর্বস্তরে শিক্ষার সকল সুযোগ-সুবিধা গণ-মানুষের দোর-গোড়ায় পৌছে দেয়া হবে। কিন্তু পক্ষান্তরে গৃহীত এ ব্যবস্থায় সরকারের শিক্ষা সংকোচন নীতিই সুকৌশলে প্রত্যক্ষভাবে প্রতিফলিত। ২। পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা হ্রাসের ফলে এক একটি কেন্দ্রে অস্বাভাবিকসংখ্যক পরীক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবক ও অন্যান্য লোকের ভিড় হবে, যা সুষ্ঠু পরীক্ষা পরিচালনের ক্ষেত্রে বিঘ্ন ঘটাবে। ৩। গৃহীত ব্যবস্থা থানা কেন্দ্রে উপস্থিত প্রত্যেক পরীক্ষা কেন্দ্রে স্থান সংকুলানে জটিলতার সৃষ্টি করবে। ৪। থানার প্রত্যন্ত অঞ্চলের পরীক্ষার্থীদের যাতায়াত, অবস্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যয়ভার বৃদ্ধি পাবে, অপ্রয়োজনীয় হয়রানি হবে। গৃহীত ব্যবস্থার দ্বারা সাধারণ মানুষ তথা কৃষক, তাঁতী, কামার, কুমারের সন্তান-সন্ততির শিক্ষার জন্য তাদের উপর মাত্রাতিরিক্ত ব্যয়ভার চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। ৫। গৃহীত ব্যবস্থাপনার ফলে মহিলা পরীক্ষার্থীদের ভোগান্তি হবে। ৬। সম্ভবতঃ দুর্নীতি হ্রাসের কারণে পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা হ্রাসের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। কিন্তু পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে কোন স্থান বিশেষ এর জন্য দায়ী নয়। পরিচালন ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতিই এর জন্য দায়ী। কাজেই দুর্নীতির কারণে গণমানুষের সুযোগ-সুবিধার কথা বিবেচনার পেছনে রেখে পরীক্ষা কেন্দ্র বাতিলের সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক।

৭। কেন্দ্র তালিকায় দেখা যায় যে, কোন কোন শহর এলাকায় ৭।৮টি কেন্দ্র অনুমোদন করা হয়েছে। অথচ উক্ত শহরের চতুর্দিকে প্রায় ৭।৮ মাইলের মধ্যে সীমবদ্ধ শহরের অভিভাবকদের আর্থিক অবস্থাও মোটামোটি ভাল যানবাহন এবং থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও সহজলভ্য। অধিকাংশ অভিভাবকের নিজস্ব যানবাহনও আছে। এত সুযোগ-সুবিধা থাকা সত্ত্বে ৭/৮ মাইলের মধ্যে সীমাবদ্ধ শহর এলাকায় ৭/৮টি কেন্দ্র অনুমোদন দেয়া হয়েছে। অপরপক্ষে গ্রাম-বাংলার প্রত্যেক থানার বিস্তৃতি ২০/২৫ মাইলেরও বেশী। অধিবাসীদের প্রায় শতকরা ৯০ জনের আর্থিক অবস্থা খারাপ। তাদের নিজস্ব কোন যানবাহনও নেই। এরকম অবস্থায় প্রত্যেক থানা সদরে একটিমাত্র কেন্দ্র অনুমোদন অভিভাবকদের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করা হয়েছে।

অ, বি, নন্দী
সভাপতি
এ,টি,এম, রফিকুল আনওয়ার সিদ্দিকী
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি
চট্টগ্রাম জেলা শাখা।